

শ্রীমুকুন্দমালা স্তোত্রম্

ঘুষ্যতে यस্য নগরে রঙ্গয়াত্রা দিনে দিনে । তন্ম অহং শিরসা বন্দে রাজানং কুলশেখরম্ ॥

শ্লোক ১

শ্রীভল্লবেতি বরদেতি দয়াপরেতি ভক্তপ্রিয়েতি ভবলুণ্ঠনকোবিদেতি । নাথেতি নাগশয়নেতি জগন্নিবাসেত্যালাপিনং প্রতিদিনং কুরু মাং মুকুন্দ ॥ ১ ॥

শ্লোক ২

জয়তু জয়তু দেবো দেবকীনন্দনোহং জয়তু জয়তু কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ । জয়তু জয়তু মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো জয়তু জয়তু পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥ ২ ॥

শ্লোক ৩

মুকুন্দ মূৰ্ধ্না প্রণিপত্য যাচে ভবন্তম্ একান্তম্ ইয়ন্তম্ অর্থম্ । অবিস্মৃতিস্মৃচরণারবিন্দে ভবে ভবে মেহন্তু ভবংপ্রসাদাৎ ॥ ৩ ॥

শ্লোক ৪

নাহং বন্দে তব চরণয়োৰ্দ্ধন্বম্ অদ্বন্দ্বহেতোঃ কুষ্ঠীপাকং গুরুম্ অপি হরে নারকং নাপনেতুম্ । রম্যা রামা মৃদুতনুলতা নন্দনে নাপি রক্তং ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবেয়ং ভবন্তম্ ॥ ৪ ॥

শ্লোক ৫

নাস্তা ধৰ্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে যদ্ ভাব্যং তদ্ ভবতু ভগবন পূৰ্বকৰ্মানুরূপম্ । এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেহপি স্বংপাদাঙ্কোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরন্তু ॥ ৫ ॥

শ্লোক ৬

দিবি বা ভূবি বা মমাস্তু বাসো নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্ । অবধীরিতশারদারবিন্দো চরণৌ তে মরণেহপি চিন্তয়ামি ॥ ৬ ॥

শ্লোক ৭

কৃষ্ণ স্বদীয়পদপঙ্কজপঞ্জরান্তরং অদৈব মে বিশতু মানসরাজহংসঃ । প্রাণপ্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ কণ্ঠাবরোধিনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে ॥ ৭ ॥

শ্লোক ৮

চিন্তয়ামি হরিম্ এব সন্ততং মন্দমন্দহাসিতাননাস্থজম্ । নন্দগোপতনয়ং পরাং পরং নারদাদিমুনিবৃন্দবন্দিতম্ ॥ ৮ ॥

শ্লোক ৯

করচরণসরোজে কান্তিমল্লগ্রামীনে শ্রমমুখি ভূজবীচিব্যাকুলেহগাধমার্গে । হরিসরসি বিগাহ্যপীয় তেজোজলৌঘং ভবমরুপরিখিল্লং খেদম্ অদ্য ত্যজামি ॥ ৯ ॥

শ্লোক ১০

সরসিজনয়নে সশঙ্খচক্রে মূরতিদি মা বিরমস্ব চিত্ত রক্তম্ । সুখতরম্ অপরং ন জাতু জানে হরিচরণস্মরণামুতেন তুল্যম্ ॥ ১০ ॥

শ্লোক ১১

মাভীৰ্মন্দমনো বিচিন্ত্য বহুধা যামীশ্চিরং যাতনা নামী নঃ প্রভবতি পাপরিপবঃ স্বামী ননু শ্রীধরঃ । আলস্যং ব্যপনীয় ভক্তিসুলভং ধ্যায়স্ব
নারায়ণং লোকস্য ব্যসনাপনোদনকরো দাসস্য কিং ন ক্ষমঃ ॥ ১১ ॥

শ্লোক ১২

ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাং সুতদুহিতুকলগ্রাণভারাদিতানাং । বিষমবিষয়তোয়ে মজ্জতাম্ অঙ্গবানাং ভবতু শরণম্ একো
বিশ্বপোতো নরাণাম্ ॥ ১২ ॥

শ্লোক ১৩

ভবজলধিম্ অগাধং দুস্তরং নিস্তরেয়ং কথম্ অহম্ ইতি চেতো মা স্ম গাঃ কাতরহম্ । সরসিজদৃশি দেবে তাবকী ভক্তিরেকা নরকভিদি
নিষগ্না তারয়িষ্যত্যবশ্যম্ ॥ ১৩ ॥

শ্লোক ১৪

তৃষ্ণাতোয়ে মদনপবনোদ্ধৃতমোহোর্মিমালে দারাৱৰ্তে তনয়সহজগ্রাহসম্ভাকুলে চ । সংসারাথ্যে মহতি জলধৌ মজ্জতাং নম্রিধামন্ পাদাঙ্কোজে
বরদ ভবতো ভক্তিনাবং প্রয়চ্ছ ॥ ১৪ ॥

শ্লোক ১৫

মা দ্রাক্ষং ক্ষীণপুণ্যান্ ক্ষণমপি ভবতো ভক্তিহীনান্ পদাঙ্কে মা শ্রৌষং শ্রাব্যবন্ধং তব চরিতম্ অপাস্যান্যদ্ আখ্যানজাতম্ । মা স্মার্ষং মাধব
স্বাম্ অপি ভুবনপতে চেতসাপহুবান্নান মা ভূবং স্বংসপর্য্যব্যতিকররহিতো জন্মজন্মান্তরেহপি ॥ ১৫ ॥

শ্লোক ১৬

জিহ্নে কীর্তয় কেশবং মুররিপুং চেতো ভজ শ্রীধরং পাণিদ্বন্দ্ব সমর্চয়্যাত্যতকথাঃ শ্রোত্রদ্বয় স্বং শৃণু । কৃষ্ণং লোকয় লোচনদ্বয় হরের
গচ্ছাশ্চিয়ুখ্যালয়ং জিহ্ন ঘ্রাণ মুকুন্দপাদতুলসীং মূৰ্ধন্য নমাধোক্ষজম্ ॥ ১৬ ॥

শ্লোক ১৭

হে লোকাঃ শৃণুত প্রসূতিমরণব্যাধেচ্চিকিৎসাম্ ইমাং যোগন্তাঃ সমুদাহরন্তি মুনয়ো যাং যান্তবক্ষ্যাদয়ঃ । অন্তর্জ্যোতির অমেয়ম্ একম্
অমৃতং কৃষ্ণাখ্যম্ আপীয়তাং তৎ পীতং পরমৌষধং বিতনুতে নির্বাণম্ আত্যন্তিকম্ ॥ ১৭ ॥

শ্লোক ১৮

হে মর্ত্যাঃ পরমং হিতং শৃণুত ভো বক্ষ্যামি সংক্ষেপতঃ সংসারার্ণবম্ আপদূর্মিবহলং সম্যক প্রবিশ্য স্থিতাঃ । নানান্ত্রানম্ অপাস্য চেতসি
নমো নারায়ণায়েত্ অমুং মন্ত্রং সপ্রণবং প্রণামসহিতং প্রবর্তয়ধ্বং মুহঃ ॥ ১৮ ॥

শ্লোক ১৯

পৃথ্বী রেণুরণুঃ পয়াংসি কণিকাঃ ফল্লুঃ স্কুলিপো লঘুঃ তেজো নিঃশ্বসনং মরুৎ তনুতরং রক্তং সুসূক্ষ্মং নভঃ । ক্ষুদ্রা রুদ্রপিতামহপ্রভৃতয়ঃ
কীটাঃ সমস্তাঃ সুরাঃ দৃষ্টে যত্র স তাবকো বিজয়তে ভূমাধূতাবধিঃ ॥ ১৯ ॥

শ্লোক ২০

বন্ধেনাঞ্জলিনা নতেন শিরসা গাত্রৈঃ সরোমোদ্রমৈঃ কণ্ঠেন স্বরগল্লদেন নয়নেনোদগীর্ণবাস্পাশ্বনা । নিত্যং
স্বচ্ছরগারবিন্দযুগলধ্যানামৃতাস্বাদিনাম্ অস্মাকং সরসীরুহাঙ্ক সততং সম্পদ্যতাং জীবিতম্ ॥ ২০ ॥

শ্লোক ২১

হে গোপালক হে কৃপাজলনিধে হে সিদ্ধকন্যাপতে হে কংসান্তক হে গজেন্দ্রকরণাপারীণ হে মাধব । হে রামানুজ হে জগত্ত্রয়গুরো হে
পুণ্ডরীকাক্ষ মাং হে গোপীজননাথ পালয় পরং জানামি ন স্বাং বিনা ॥ ২১ ॥

শ্লোক ২২

ভক্তাপায়ভুজঙ্গগারুড়মণিস্ ত্রৈলোক্যরক্ষামণির্ গোপীলোচনচাতক্যাদমণিঃ সৌন্দর্যমুদ্রামণিঃ । যঃ
কান্তামণিরক্শিণীঘনকুচদ্বন্দ্বৈকভূষামণিঃ শ্রেয়ো দেবশিখামণির্ দিশতু নো গোপালচূড়ামণিঃ ॥ ২২ ॥

শ্লোক ২৩

শত্রুশ্ছেদৈকমন্ত্রং সকলম্ উপনিষদ্বাক্যসম্পূজ্যমন্ত্রং সংসারোত্তারমন্ত্রং সমুপচিততমসঃ সঙ্ঘনির্মাণমন্ত্রম্ । সর্বৈশ্বর্যৈকমন্ত্রং
ব্যসনভুজগসন্দষ্টসম্প্রাণমন্ত্রং জিহ্বে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রং জপ জপ সততং জন্মসাফল্যমন্ত্রম্ ॥ ২৩ ॥

শ্লোক ২৪

ব্যামোহপ্রশমৌষধং মুনিনোবৃতিপ্রবৃত্তৌষধং দৈত্যেন্দ্রার্তিকরৌষধং ত্রিভুবনে সঞ্জীবনৈকৌষধম্ । ভক্তাত্যস্তহিতৌষধং
ভবভয়প্রধ্বংসনৈকৌষধং শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিকরৌষধং পিব মনঃ শ্রীকৃষ্ণদিব্যৌষধম্ ॥ ২৪ ॥

শ্লোক ২৫

আম্মায়াভ্যসনান্য্ অরণ্যরুদিতং বেদরতান্য্ অম্বহং মেদশ্ছেদফলানি পূর্তবিধয়ঃ সর্বে হতং ভস্মনি । তীর্থানাম্ অবগাহনানি চ গজস্নানং
বিদ্যা যং পদ-দ্বন্দ্বাঙ্কোরুহসং স্মৃতির্ বিজয়তে দেবঃ স নারায়ণঃ ॥ ২৫ ॥

শ্লোক ২৬

শ্রীমন্মাম প্রোচ্য নারায়ণাখ্যং কে ন প্রাপুর্ বাঞ্ছিতং পাপিনোহপি । হা নঃ পূর্বং বাক্ প্রবৃত্তা ন তস্মিন তেন প্রাপ্তং গর্ভবাসাদিদুঃখম্ ॥ ২৬ ॥

শ্লোক ২৭

মজ্জন্মনঃ ফলম্ ইদং মধুকৈটভারে মংপ্রার্থনীযমদনুগ্রহ এষ এব । স্বদৃত্যভূত্যপরিচারকভূত্যাভূত্যা-ভূতস্য ভূত ইতি মাং স্মর লোকনাথ ॥
২৭ ॥

শ্লোক ২৮

নাথে নঃ পুরুষোত্তমে ত্রিজগতাং একাধিপে চেতসা সেব্যে স্বস্য পদস্য দাতরি সুরে নারায়ণে তিষ্ঠতি । যং কষ্টিং পুরুষাধমং
কতিপয়গ্রামেশম্ অল্পার্থদং সেবায়ৈ মৃগয়ামহে নরম্ অহো মূকা বরাকা বয়ম্ ॥ ২৮ ॥

শ্লোক ২৯

মদন পরিহর স্থিতিং মদীয়ে মনসি মুকুন্দপদারবিন্দধাম্নি । হরনয়নকুশানুনা কুশোহসি স্মরসি ন চক্রপরাক্রমং মুরারেঃ ॥ ২৯ ॥

শ্লোক ৩০

তস্বং ব্রুবাগানি পরং পরস্তান্ মধু ক্ষরন্তীব সতাং ফলানি । প্রবর্তয় প্রাঞ্জলির্ অস্মি জিহ্বে নামানি নারায়ণগোচরাণি ॥ ৩০ ॥

শ্লোক ৩১

ইদং শরীরং পরিণামপেশলং পতত্যবশ্যং শ্লথসন্ধিজর্জরম্ । কিম্ ঔষধৈঃ ক্লিষ্যসি মূঢ় দুর্মতে নিরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব ॥ ৩১ ॥

শ্লোক ৩২

দারা বারাকরভরসূতা তে তনুজো বিরিক্ষঃ স্তোতা বেদস্তব সুরগণো ভূতাবর্গঃ প্রসাদঃ । মুক্তির্ মায়া জগদবিকলং তাবকী দেবকী তে
মাতা মিত্রং বলরিপুসুতস্বয়্যাতোহন্যন্ন জানে ॥ ৩২ ॥

শ্লোক ৩৩

কৃষ্ণো রক্ষতু নো জগপ্রয়গুরুঃ কৃষ্ণং নমস্যাম্যহং কৃষ্ণেনামরশত্রবো বিনিহতাঃ কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ । কৃষ্ণাদ্ এব সমুৎখিতং জগদিদং কৃষ্ণস্য
দাসোহস্ম্যহং কৃষ্ণে তিষ্ঠতি সর্বমেতদখিলং হে কৃষ্ণ সংরক্ষ মাং ॥ ৩৩ ॥

শ্লোক ৩৪

স হুং প্রসীদ ভগবান কুরু ময়ানাথে বিষ্ণো কৃপাং পরমকারুণিকঃ কিল হুং । সংসারসাগরনিমগ্নম্ অনন্ত দীনম্ উদ্ধর্তুম্ অহিসি হরে
পুরুষোত্তমোহসি ॥ ৩৪ ॥

শ্লোক ৩৫

নমামি নারায়ণপাদপঙ্কজং করোমি নারায়ণপূজনং সদা । বদামি নারায়ণনাম নির্মলং স্মরামি নারায়ণতত্ত্বম্ অব্যয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

শ্লোক ৩৬

শ্রীনাথ নারায়ণ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ভক্তপ্রিয় চক্রপাণে । শ্রীপদ্মনাভাচ্যুত কৈটভারে শ্রীরাম পদ্মাঙ্ক হরে মুরারে ॥ ৩৬ ॥

শ্লোক ৩৭

অনন্ত বৈকুণ্ঠ মুকুন্দ কৃষ্ণ গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি । বক্তুং সমর্থোহপি ন বক্তিকশিচ্ছ অহো জনানাং ব্যসনাভিমুখ্যম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্লোক ৩৮

ধ্যায়ন্তি যে বিষ্ণুম্ অনন্তম্ অব্যয়ং হং পদ্মমধ্যে সততং ব্যবস্থিতম্ । সমাহিতানাং সততাভয়প্রদং তে যান্তি সিদ্ধিং পরমাং তু বৈষ্ণবীম্ ॥
৩৮ ॥

শ্লোক ৩৯

ক্ষীরসাগরতরঙ্গশীকরা-সারতারকিতচারুমূর্তয়ে । ভোগিভোগশয়নীশায়িনে মাধবায় মধুবিদ্বিষে নমঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্লোক ৪০

যস্য প্রিয়ো শ্রুতিধরো কবিলোকবীরো মিত্রে দ্বিজান্নবরপদ্মশরাবভূতাম্ । তেনাম্বুজাঙ্কচরণাম্বুজম্বটপদেন রাজ্ঞা কৃতা কৃতিরিয়ং
কুলশেখরেণ ॥ ৪০ ॥

রাজা কুলশেখর প্রণীত 'মুকুন্দমালা স্তোত্রম্' বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন। নিচে প্রতিটি শ্লোকের সরল অর্থ প্রদান করা হলো:

ভূমিকা ও বন্দনা

সূচনা শ্লোক: যাঁর নগরে প্রতিদিন উৎসবের মতো ভগবানের মহিমা ঘোষিত হয়, সেই রাজা কুলশেখরকে আমি প্রণাম করি।

শ্লোক ১: হে মুকুন্দ! আমাকে এমন একজনে পরিণত করুন যে প্রতিদিন আপনাকে শ্রীভল্লব, বরদ, দয়াপর, ভক্তপ্রিয় এবং সংসার-বন্ধন
মোচনকারী নাথ বলে ডাকবে।

শ্লোক ২: দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের জয় হোক। বৃষ্ণিবংশের প্রদীপ কৃষ্ণের জয় হোক। যাঁর দেহ মেঘের মতো শ্যামল ও কোমল এবং যিনি
পৃথিবীর ভার হরণ করেন, সেই মুকুন্দের জয় হোক।

শ্লোক ৩: হে মুকুন্দ! আমি আপনার চরণে মস্তক অবনত করে এই প্রার্থনা করি যে, আপনার কৃপায় জন্মে জন্মে যেন আপনার
চরণকমলের কথা আমার বিস্মরণ না হয়।

শ্লোক ৪: হে হরি! আমি মুক্তি পাওয়ার জন্য বা নরকযন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য আপনার চরণে প্রণাম করছি না। এমনকি স্বর্গের
অপ্সরাদের সাথে বিহার করার ইচ্ছাও আমার নেই। আমি শুধু চাই প্রতি জন্মে আমার হৃদয়ে যেন আপনার ধ্যান থাকে।

শ্লোক ৫: ধর্ম, ধন বা কামোপভোগে আমার কোনো আসক্তি নেই। আমার পূর্বকর্ম অনুযায়ী যা হওয়ার হোক, কিন্তু হে ভগবান! আপনার চরণে যেন আমার নিশ্চল ভক্তি থাকে।

শ্লোক ৬: হে নরকান্তক! আমার বাস স্বর্গে হোক বা মর্ত্যে অথবা নরকে—তাতে আমার দুঃখ নেই। আমি যেন কেবল মরণকালেও আপনার শরণকালীন পদ্মের মতো সুন্দর চরণের চিন্তা করতে পারি।

শ্লোক ৭: (বিখ্যাত শ্লোক) হে কৃষ্ণ! আমার মন-রাজহংস যেন আজই আপনার চরণ-পঙ্করে প্রবেশ করে। কারণ মৃত্যুর সময় যখন কফ-বাত-পিত্তে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসবে, তখন আপনাকে স্মরণ করা কি আর সম্ভব হবে?

শ্লোক ৮: আমি নিরন্তর সেই হরির চিন্তা করি, যাঁর মুখে মৃদু হাসি লেগে থাকে, যিনি নন্দগোপের পুত্র, পরম পুরুষ এবং নারদাদি মুনিগণের দ্বারা বন্দিত।

শ্লোক ৯: হে মন! এই সংসার এক মরুভূমি। শ্রীহরি হলেন এক শীতল সরোবর। তাঁর হস্ত-পদ হলো পদ্ম, চক্ষু হলো মাছ এবং বাহু হলো তরঙ্গ। সেই হরিরূপ সরোবরে অবগাহন করে আমি আজ সব ক্লান্তি দূর করছি।

শ্লোক ১০: হে পদ্মপলাশলোচন, হে শঙ্খ-চক্রধারী কৃষ্ণ! হে চিত্ত, তুমি তাঁর স্মরণে আনন্দ পাও। হরি-স্মরণামৃতের তুল্য সুখ আর অন্য কিছুতে নেই।

শ্লোক ১১: হে মন! যমরাজকে ভয় পেয়ো না। পাপরূপ শত্রুরা আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না, কারণ আমাদের স্বামী স্বয়ং শ্রীধর। অলসতা ত্যাগ করে সেই নারায়ণের ধ্যান করো, যিনি তাঁর দাসের সকল বিপদ দূর করেন।

শ্লোক ১২: এই সংসার সমুদ্রে যারা পুত্র-কন্যা-পরিবারের ভারে ক্লান্ত এবং বিষয়ের বিষাক্ত জলে নিমজ্জিত, সেই মানুষদের জন্য ভগবান বিষ্ণু হলেন একমাত্র তরণী বা নৌকা।

শ্লোক ১৩: হে চিত্ত! 'কীভাবে এই অগাধ সংসার সমুদ্র পার হবে'—এই ভেবে কাতর হয়ো না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে ভক্তিই তোমাকে অনায়াসে পার করে দেবে।

শ্লোক ১৪: তৃষ্ণা যেখানে জল, কাম যেখানে বায়ু, মোহ যেখানে ঢেউ এবং পরিবার যেখানে কুমির—সেই সংসার সমুদ্রে নিমজ্জিত আমাদের জন্য হে ভগবান, আপনার ভক্তিরূপ নৌকা দান করুন।

শ্লোক ১৫: হে মাধব! যারা ভক্তিহীন তাদের যেন আমি না দেখি; আপনার কথা ছাড়া অন্য কথা যেন না শুনি; আপনাকে যারা ভুলে আছে তাদের যেন মনে না করি; আর যেন কোনো জন্মে আপনার সেবা থেকে বঞ্চিত না হই।

শ্লোক ১৬: হে জিহ্বা! কেশবের গুণগান করো; হে চিত্ত! শ্রীধরকে ভজনা করো; হে হাত! তাঁর পূজা করো; হে কান! তাঁর কথা শোনো; হে চক্ষু! কৃষ্ণকে দর্শন করো; হে পা! তাঁর মন্দিরে চলো; হে নাসিকা! তাঁর চরণের তুলসীর ঘ্রাণ নাও; হে মস্তক! অধোক্ষজকে প্রণাম করো।

শ্লোক ১৭: হে লোকসকল! জন্ম-মৃত্যু-ব্যাধির এক অব্যর্থ ওমুখ শোনো যা যান্ত্রিকবস্তুরা মুনিরা বলেছেন—তা হলো কৃষ্ণ নামরূপ অমৃত পান করা। এটিই পরম নির্বাণ দান করে।

শ্লোক ১৮: হে মরণশীল মানুষ! সংক্ষেপে পরম হিতৈষী কথা শোনো। সব বৃথা জ্ঞান ত্যাগ করে ভক্তিভরে বারবার 'ওঁ নমো নারায়ণায়'—এই মন্ত্র জপ করো।

শ্লোক ১৯: যখন সেই পরম পুরুষের দর্শন মেলে, তখন এই পৃথিবী ধূলিকণার মতো, আকাশ ছিড়ের মতো এবং ব্রহ্মা-শিবের মতো দেবতারাও ক্ষুদ্র কীটের মতো মনে হয়। সেই ভূমা পুরুষের জয় হোক।

শ্লোক ২০: হে পদ্মলোচন! যুক্তকরে, অবনত মস্তকে, পুলকিত শরীরে এবং গদগদ কণ্ঠে আপনার চরণের ধ্যান করতে করতে যেন আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়।

শ্লোক ২১: হে গোপালক! হে কৃপাসিন্ধু! হে কংসান্তক! হে গজেন্দ্র উদ্ধারকারী! হে জগদ্বীরা! আপনি ছাড়া আমি আর কাউকে জানি না, আমাকে রক্ষা করুন।

শ্লোক ২২: কৃষ্ণ হলেন ভক্তের বিপদ দূর করার মণি, ত্রিলোকের রক্ষামণি এবং ক্লান্তিগীর অলঙ্কারমণি। সেই গোপালচূড়ামণি আমাদের কল্যাণ করুন।

শ্লোক ২৩: হে জিহ্না! যে মন্ত্র শত্রু বিনাশ করে, যা উপনিষদ দ্বারা পূজ্য, যা সংসার থেকে উদ্ধার করে এবং যা সকল ঐশ্বর্যের মূল—সেই শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র সর্বদা জপ করো।

শ্লোক ২৪: হে মন! শ্রীকৃষ্ণ নাম হলো এমন এক ঔষধ যা মোহ নাশ করে, মুনিদের আনন্দ দেয়, দৈত্যদের ভয় দেখায় এবং পরম কল্যাণ দান করে—সেই দিব্য ঔষধ পান করো।

শ্লোক ২৫: ভগবানের পাদপদ্ম স্মরণ না করে শাস্ত্র পাঠ হলো অরণ্যে রোদনের মতো; ব্রত পালন হলো চর্বি কমানোর মতো; আর তীর্থস্নান হলো হস্তীস্নানের (অসার) মতো।

শ্লোক ২৬: নারায়ণের নাম উচ্চারণ করে কে না বাঞ্ছিত ফল পেয়েছে? হায়! আগে কেন আমরা এই নাম নিইনি, তাই আমাদের গর্ভবাসের দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে।

শ্লোক ২৭: হে লোকনাথ! আমার জন্মের সার্থকতা তখনই হবে, যদি আপনি আমাকে আপনার ভৃত্যের ভৃত্যেরও ভৃত্য (দাসের দাস) হিসেবে গণ্য করেন।

শ্লোক ২৮: যেখানে জগৎপতি নারায়ণ আমাদের নিজের পদ দিতে প্রস্তুত, সেখানে কেন আমরা তুচ্ছ মানুষদের (রাজাদের) সেবা করে বেড়াবো? আমরা সত্যিই বড় মূর্খ।

শ্লোক ২৯: হে কামদেব! তুমি আমার মন থেকে বিদায় নাও। কারণ আমার মন এখন মুকুন্দের পাদপদ্মের আবাস। মহাদেবের দৃষ্টিতে তুমি ভস্ম হয়েছিলে, মনে রেখো মুকুন্দের চক্র আরও শক্তিশালী।

শ্লোক ৩০: হে জিহ্না! অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে প্রার্থনা করছি, তুমি কেবল সত্য কথা এবং নারায়ণের সুমধুর নামসমূহ উচ্চারণ করো।

শ্লোক ৩১: এই শরীর জরাগ্রস্ত হয়ে একদিন ভেঙে পড়বেই। হে মূঢ় মন! ওষুধ নিয়ে কেন কষ্ট পাচ্ছ? তার চেয়ে কৃষ্ণনাম রূপ রসায়ন পান করো যা রোগহীন করে।

শ্লোক ৩২: হে ভগবান! আপনার পত্নী লক্ষ্মী, পুত্র ব্রহ্মা, স্তুতিবাচক বেদ এবং সকল দেবতা আপনার সেবক। আপনার মায়া থেকে এই জগৎ উৎপন্ন। আপনি ছাড়া আমি আর কাউকে জানি না।

শ্লোক ৩৩: (এই শ্লোকটি ব্যাকরণের বিভিন্ন বিভক্তি দিয়ে কৃষ্ণ নামকে স্তব করে)—কৃষ্ণ আমাদের রক্ষা করুন, কৃষ্ণকে প্রণাম করি, কৃষ্ণের দ্বারা শত্রু নিধন হয়, কৃষ্ণের জন্য এই প্রণাম, কৃষ্ণ থেকে জগতের উৎপত্তি, আমি কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণেতেই সব স্থিতি—হে কৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করুন।

শ্লোক ৩৪: হে ভগবান বিষ্ণু! আপনি পরম দয়ালু। আমি অনাথ এবং এই সংসার সাগরে নিমগ্ন, আমাকে উদ্ধার করুন।

শ্লোক ৩৫: আমি সর্বদা নারায়ণের চরণে প্রণাম করি, তাঁর পূজা করি, তাঁর নির্মল নাম গান করি এবং তাঁর অব্যয় তত্ত্ব স্মরণ করি।

শ্লোক ৩৬: হে শ্রীনাথ, নারায়ণ, বাসুদেব, কৃষ্ণ, ভক্তপ্রিয়, চক্রপাণি, পদ্মনাভ, অচ্যুত, শ্রীরাম—আপনাকে বারবার ডাকি।

শ্লোক ৩৭: গোবিন্দ, দামোদর, মাধব—এই নামগুলো বলতে সমর্থ হয়েও মানুষ তা বলছে না। মানুষের কষ্টের প্রতি এই অনুরাগ কতই না বিস্ময়কর!

শ্লোক ৩৮: যাঁরা হৃদপদ্মে নিরন্তর বিষ্ণুর ধ্যান করেন, তাঁরা পরম বৈষ্ণব পদ বা সিদ্ধি লাভ করেন।

শ্লোক ৩৯: ক্ষীরসমুদ্রে শেষনাগের ওপর শয়নকারী এবং মধু নামক অসুর বিনাশকারী মাধবকে প্রণাম করি।

শ্লোক ৪০: (উপসংহার) রাজা কুলশেখর, যিনি ভগবানের চরণের ভ্রমর সদৃশ, তাঁর রচিত এই স্তোত্র ভক্তদের আনন্দ দান করুক।